দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 23 SEP 2017
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১

# অস্তিত্ব হারাচ্ছে ১৩৩ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাধারণ গ্রন্থাগার

**নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী ●**

একশ তেত্রিশ বছরের ঐতিহ্যবাহী রাজশাহী সাধারণ গ্রন্থাগার অস্তিত্ব হারাতে যাচ্ছে। আধুনিকায়নের নামে প্রাচীন এ গ্রন্থাগারটি ভেঙে ফেলার উদ্যোগ নিয়ে রাজশাহী সিটি করপোরেশন (রাসিক)। এরই মধ্যে দরপত্র আহ্বান ও ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে।

এদিকে ঐতিহ্য রক্ষায় সোচ্চার হয়েছেন রাজশাহীর সাংস্কৃতিককর্মীরা। ঐতিহাসিক ভবনটি রক্ষার দাবি জানিয়েছেন তারা।

রাসিক সূত্র জানিয়েছে, 'সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পরিবেশ এবং প্রত্নতত্ত্ব অবকাঠামোর উন্নতি সাধন ও সংরক্ষণের মাধ্যমে রাজশাহী মহানগরীর টেকসই উন্নয়ন' প্রকল্পের আওতায় পাঁচটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে সাধারণ গ্রন্থাগার আধুনিকায়ন প্রকল্পও রয়েছে। ভবনটি নির্মাণে ব্যয় করা হবে চার কোটি ৩৩ লাখ ৭১ হাজার টাকা। এ প্রকল্পে অর্থায়ন করছে ভারত সরকার।

প্রকল্প পরিচালক রাসিকের যান্ত্রিক ও বিদ্যুৎ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী রেয়াজাত হোসেন জানান, রাজশাহীর পাঁচটি প্রকল্প বাস্তবায়নে ভারত সরকার সিটি করপোরেশনকে ২১ কোটি ৯৫ লাখ ৪৫ হাজার টাকা দিয়েছে। এসব প্রকল্পের মধ্যে সাধারণ গ্রন্থাগারকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পরিচালনা পর্ষদের সাধারণ সম্পাদক সিটি করপোরেশনের কাছে আবেদন করেন। এর পরই সাধারণ গ্রন্থাগার পুনর্নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়।

তিনি আরও জানান, সাধারণ গ্রন্থাগারের নতুন ভবনটি হবে তিনতলা। কিন্তু উচ্চতা হবে পাঁচতলার সমান। সুদৃশ্য ওই ভবনের নিচে থাকবে গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা। ভেতরে থাকবে অফিস, গ্রন্থাগার ও প্রায় তিনশ আসনবিশিষ্ট একটি মিলনায়তন। এর সঙ্গে থাকবে একটি নাট্যমঞ্চ।

সেখানে থাকবে নারী-পুরুষ অভিনয়শিল্পীদের জন্য আলাদা মেকআপ রুম, চেঞ্জিং রুম ও রিহার্সেল রুম। থাকবে উন্নত সাউন্ড সিস্টেমও। পুরাতন ভবনটির আদলে সেখানে একটি রেপ্লিকাও স্থাপন করা হবে।

ভবনটি ভেঙে ফেলার পক্ষে স্থানীয় সংসদ সদস্য ফজলে হোসেন বাদশাও। তিনি জানান, ভবনটি জরাজীর্ণ। সেটি সংস্কার করে লাভ নেই। ফলে ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে সেখানে থাকা দুর্লভ বইগুলো সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেখানে থাকা বইগুলো ডিজিটাল করার কথাও জানান তিনি।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ তিন দশকের বেশি সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত অধ্যাপক মলয় ভৌমিক। তিনি বলেন, ইতিহাস বা ঐতিহ্য প্রত্যেক জাতির জন্য জরুরি। কাজেই ভাঙার কথা এলে যে কারো হৃদয়ে ব্যথা লাগবে, আঘাত লাগবে। এ ক্ষেত্রে পৃথিবীব্যাপী যে জনপ্রিয় প্রক্রিয়াটি আছে, সেটি হলো 'নবীকরণ' বা 'নবীভবন'। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এ সংকটের মোকাবিলা হতে পারে।